শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রাভুপাদকৃত 'ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য',
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত 'গৌড়ীয় ভাষ্য',
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত 'সারার্থ দর্শিনী' টীকা অবলম্বনে...
এছাড়াও ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ সংকলিত 'ভাগবত সুবোধিনী' গ্রন্থের বিশেষ সহায়তায়...

পদ্মমুখ নিমাই দাস

p.nimai.jps@gmail.com

১ম স্কন্ধ – ১ম অধ্যায় - ঋষিদের প্রশ্ন

১.১ ঋষিদের প্রশ্ন

- ১-৩: মঙ্গলাচরণ
  - পরম সত্যের সংজ্ঞা
  - শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা, বাস্তব ধর্ম
  - শ্রীমদ্ভাগবতের সুমিষ্ট স্বাদ আস্বাদনে আহ্বান
- ৪-৮: ঋষিদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পটভূমি
  - পরমেশ্বর ভগবান ও ভক্তদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য ঋষিগণ যজ্ঞ করতে সমবেত হন
  - সূত গোস্বামীকে আসন প্রদান এবং তাঁর মহিমা কীর্তন
- ৯-২৩ ঋষিদের ৬টি প্রশ্ন
  - কলিযুগের অধিবাসী
  - শ্রবণে আগ্রহ
  - ছয় টি প্রশ্ন
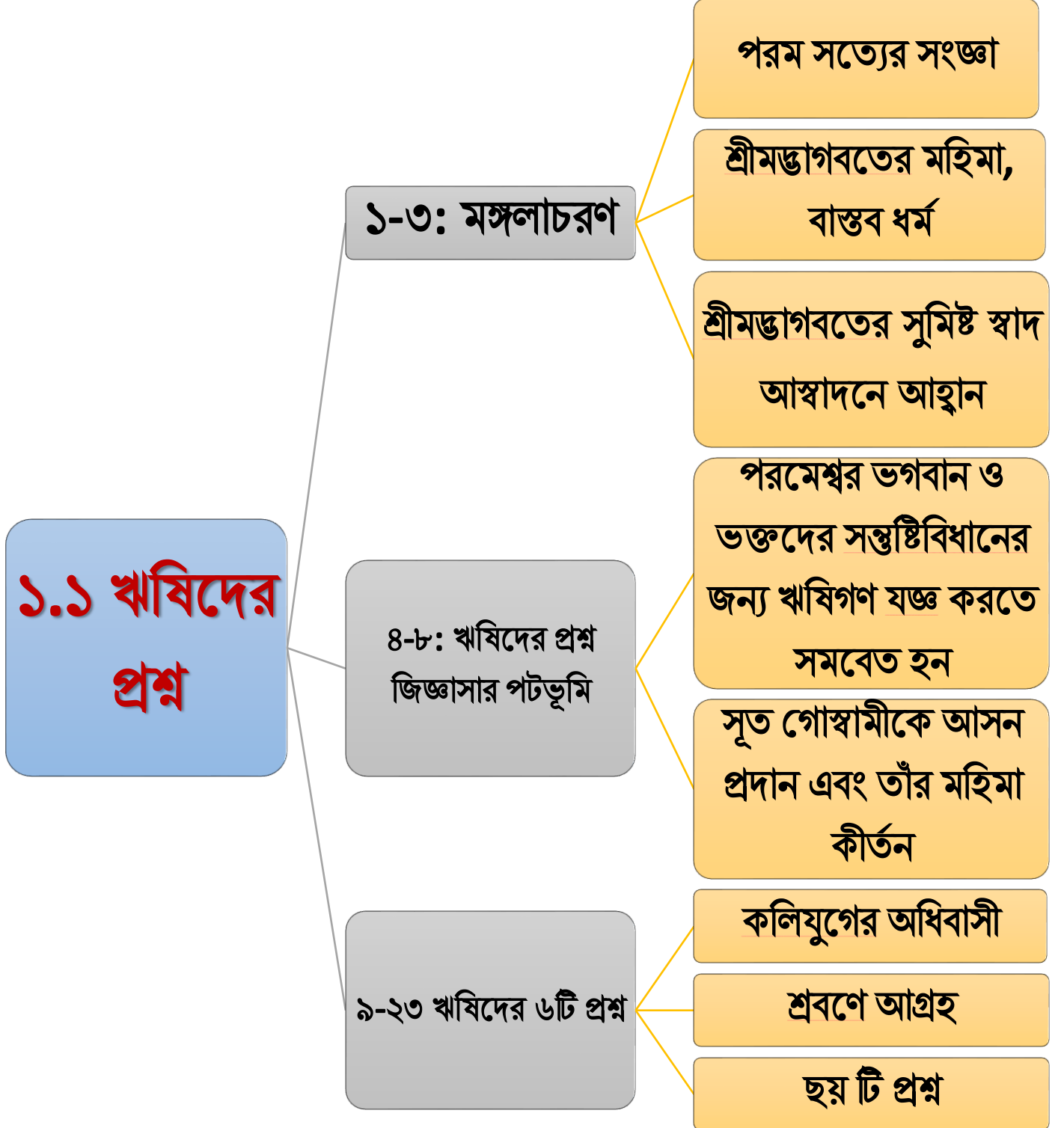
(১-৩) মঙ্গলাচরণ

১.১.১ বস্তুনির্দেশ - পরম সত্যের সংজ্ঞা

- **ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় -** হে বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণ, হে সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি
- **জন্মাদ্যস্য যতোঃ -** প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পরম কারণ
- **অন্বয়াৎ ইতরতঃ চ অর্থেষু অভিজ্ঞঃ -** প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সবকিছু সম্বন্ধে অবগত
- **স্বরাট্ -** সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন
- **তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে -** আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সর্বপ্রথম বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন
- **মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ** – এমনকি মহান্ ঋষিরা এবং স্বর্গের দেবতারাও মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন
  - **তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো -** ঠিক যেভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে আগুনে জল দর্শন হয় অথবা জলে মাটি দর্শন হয়
- **যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা -** তাঁরই প্রভাবে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের মাধ্যমে জড়জগৎ সাময়িকভাবে প্রকাশিত হয়
- **ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং -** জড় জগতের মোহ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত তাঁর ধামে নিত্যকাল বিরাজ করেন
- **সত্যং পরং ধীমহি -** আমি সেই পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি

- শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন।

"অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহে, বস্তু প্রকাশে হৃদয়।।"
মধ্য ৮.২৬৫

'স্বরূপ'-লক্ষণ, আর 'তটস্থ-লক্ষণ'।
এই দুই লক্ষণে 'বস্তু' জানে মুনি-গণ।।
আকৃতি, প্রকৃতি, স্বরূপ,—স্বরূপ-লক্ষণ
কার্য্যদ্বারা জ্ঞান,—এই তটস্থ-লক্ষণ।।
ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে।
'পরমেশ্বর' নিরূপিল এই দুই লক্ষণে।।
এই শ্লোকে 'পরং'-শব্দে 'কৃষ্ণ'-নিরূপণ।
'সত্যং' শব্দে কহে তাঁর স্বরূপ-লক্ষণ।।
বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কৈল, বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল।
অর্থাভিজ্ঞতা, স্বরূপ-শক্ত্যে মায়া দূর কৈল।।
এই সব কার্য—তাঁর তটস্থ-লক্ষণ।
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনি-গণ।।
অবতার-কালে হয় জগতে গোচর।
এই দুই লক্ষণে কেহ জানয়ে ঈশ্বর।।"
মধ্য ২০.৩৫৬-৩৬৩

"অতএব ভাগবত-সূত্রের 'অর্থ'-রূপ।
নিজ-কৃত সূত্রের নিজ-'ভাষ্য'-স্বরূপ।।
গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভন।
"সত্যং পরং"-সম্বন্ধ, "ধীমহি"-সাধন-প্রয়োজন।।"
মধ্য ২৫.১৪২,১৪৭

- শ্রীমন্মহাপ্রভু পক্ষে 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের ব্যাখ্যা কোন ভক্ত এরূপ করেছেন (শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কর্তৃক তা উদ্ধৃত হয়েছে)

- **জন্মাদ্যস্য যতোঃ** – যাঁর থেকে আদ্য অর্থাৎ সর্ব অভিধেয়মূল সংকীর্তন রূপে আখ্যায়িত শুদ্ধকৃষ্ণভজন উদ্ভূত বা প্রবর্তিত হয়েছে,
- **অন্বয়াৎ ইতরতঃ চ অর্থেষু অভিজ্ঞঃ** –
  - **অন্বয়** অর্থাৎ সম্ভোগরসে যিনি স্বয়ং কৃষ্ণরূপে রাধাভাব-মহাভাব সম্যগভাবে পরিজ্ঞাতা এবং
  - **ইতর** অর্থাৎ বিপ্রলম্ভরসে যিনি স্বয়ং গৌররূপে নাম-প্রেম-দান, জীবে দয়া, ভক্তমর্য্যাদা রক্ষণ, কৃষ্ণান্বেষন-রূপ সর্বোত্তম কৃষ্ণভজন, এই অর্থ সমূহে সর্বতোভাবে বিজ্ঞ,
  - যিনি রূপানুগ রঘুনাথ-কৃষ্ণদাস-প্রমুখ অন্তরঙ্গ-ভক্তগণের মধ্যে অন্বয় অর্থাৎ রাগানুগ ভজন এবং ইতর অর্থাৎ বৈধ ভজন বিস্তার করেছেন
- **স্বরাট্** – যিনি,
  - বাল্য বয়সে চাপল্যে অদ্বিতীয় ছিলেন,
  - পৌগণ্ডে ও কৈশোরে মাতার অপরিসীম বাৎসল্য রসের অদ্বিতীয় আধার রূপে বিলাস করেছিলেন,
  - বিদ্যাবিলাস কালে স্বপাণ্ডিত্য প্রতিভা মহিমায় সর্বোচ্চ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বিরাজ করেছিলেন, অথবা
  - স্বীয় ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলতনু আজানুলম্বিত ভুজদ্বারা এবং কষিত কাঞ্চনরূপের আভায় অসোমর্দ্ধরূপে প্রোদ্ভাসিত ছিলেন,
- **তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে** – যিনি -
  - আদি ভক্তমহাকবি **শ্রীশুকদেবের** হৃদয়ে কীর্তনাখ্য ভক্তির মাহাত্ম্য ভাগবতবর্ণনদ্বারা প্রকাশ করেছিলেন ,
  - গৌড়ীয় ভক্তের আদি মহাজন **শ্রী-মাধবেন্দ্রপুরী-পাদের** হৃদয়ে ভক্তিলতা বীজ বপন করে তাঁকে বহুশাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্প-পল্লবসমন্বিত অপ্রাকৃত কাণ্ডত্রয়াত্মক গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-কল্পবৃক্ষের প্রধান স্কন্ধরূপে বিস্তার করেছিলেন,
  - প্রকটলীলার পূর্বে আদিরসকবি **শ্রীলীলাশুক বিল্বমঙ্গল** বা **চণ্ডীদাস** বা **বিদ্যাপতি** বা **শ্রীজয়দেবের** হৃদয় শ্রীরাধাকৃষ্ণসেবা-রসে নিমগ্ন করে 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' বা 'পদাবলী' বা 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থে লীলাবর্ণন করেছিলেন,
  - প্রকটলীলার পূর্বে গৌড়ীয় ভাষার আদি কবি **শ্রীগুণরাজ খাঁ** অর্থাৎ **মালাধরবসুর** হৃদয়ে ঐকান্তিক কৃষ্ণনিষ্ঠত্ব প্রকাশ করে

তা তাঁর রচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের উক্তিহেতু তাঁর বংশধর ও গ্রামবাসীদের হৃদয়েও বিস্তার করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র ও পৌত্র শ্রীসত্যরাজ খাঁ ও শ্রীরামানন্দ বসু মহাশয়দ্বয়ের প্রশ্নের উত্তরে বৈষ্ণবতত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করেছিলেন,

  - নামরসের আদিরসিক শ্রীনামাচার্য্য **হরিদাস ঠাকুরের** হৃদয়ে শব্দব্রহ্ম শ্রীনামের অনুশীলন করিয়ে জগতে নাম্ভজন বিস্তার করেহিলেন,
  - প্রকটলীলা কালে আদি মধুর রসতত্ত্ব জ্ঞাতা 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ' নাটকের রচিতা শ্রীল **রায় রামানন্দের** হৃদয়-বৃন্দাবনে স্বীয় রসরাজভাব প্রকট করিয়েছিলেন এবং স্বয়ং শ্রোতার অভিনয়ে তাঁর মুখে সাধ্য, সাধন ও রসতত্ত্ব কীর্তন করিয়ে প্রচার করেছিলেন,
  - গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আদিকবি 'উজ্জ্বল-নীল্মণি', 'রসামৃতসিন্ধু', 'ললিত' ও 'বিদগ্ধমাধব' প্রভৃতি রসগ্রন্থপ্রণেতা শ্রীল **রূপগোস্বামীর** হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন,
  - অপ্রকটকালে গৌড়ীয়ভাষার আদি তাত্ত্বিক গৌরচরিত লেখক ব্যাসাবতার মহাকবি **শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের** হৃদয়ে শ্রীনিত্যানন্দ ও গোউরজন-মাহাত্ম্য উদয় করিয়ে তাঁর রচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থদ্বারা তা বিস্তার করিয়েছিলেন,

- **মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ** – যাঁতে -
  - নাস্তিক, কুতার্কিক, অধম পড়ুয়াগণ,
  - বঙ্গকবি-প্রমুখ সিদ্ধান্ত-বিরোধী রসাভাস-দুষ্ট ছলকবিগণ,
  - সার্বভৌম-প্রকাশানন্দ প্রভৃতির ন্যায় মায়াবাদী, অশুদ্ধ-বৈদান্তিকগণ,
  - রামচন্দ্রপুরী প্রমুখ হরি-গুরু-বিদ্বেষি সন্ন্যাসীগণ,
  - বল্লভ ভট্ট প্রভৃতির ন্যায় ভক্ত্যেকরক্ষকস্বামী বিরোধী পণ্ডিতগণ,
  - কৃষ্ণেতর অন্যাভিলাষী কালা কৃষ্ণদাস ও বলভদ্র ভট্টের ন্যায় ব্রাহ্মণব্রুবগণ,
  - ছোট হরিদাসের আদর্শে জিহ্বা, শিশ্ন ও উদর-লম্পট ছলত্যাগীগণ এবং
  - কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা ভিক্ষু পণ্ডিতমন্যগণ মোহপ্রাপ্ত হয়েছিলেন,
- **তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা** – যাঁতে -
  - ভগবান, ভক্তি ও ভক্ত এই ত্রিতত্ত্ব সত্য,
  - ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান – ত্রিবিধ আবির্ভাব, (যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা ...)
  - সম্বন্ধ-দেবতা 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম, অভিধেয়-দেবতা 'বিশ্বম্ভর' নাম এবং প্রয়োজন-দেবতা 'গৌর' নাম এক ও সত্য,
  - শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এই তিন অভিধেয়-সর্গ সত্য
  - ক্ষিতি-অপ-তেজের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আরোপ যেরূপ মিথ্যা, তদ্রূপ যাঁতে অব্যবহিত সেবা নাম, মিশ্র ব্যবধানরহিত নামাভাস ও ব্যবধানযুক্ত নামাপরাধ - নামভজনে এই ত্রিবিধ বিভিন্নাভিধেয় সত্য হলেও নামাপরাধকে নামাভাস ও নাম, এবং নামাভাসকে 'নাম'-রূপে মিথ্যা কল্পনা,
  - অনাত্মধর্ম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-সহজাত কর্মবিদ্ধা, জ্ঞানবিদ্ধা ও অবিমিশ্রা আত্মধর্ম কেবলা ভক্তি – এই ত্রিবিধ অভিধেয়ের মধ্যে শুদ্ধভক্তিকে বিদ্ধা ভক্তি ও বিদ্ধা ভক্তিকে শুদ্ধভক্তি বলে আরোপ মিথ্যা হলেও সত্য বালে জ্ঞান হয়,
  - নাগর বা সম্ভোগবাদ, পঞ্চরাত্রদূষণ বা ভাগবত-বিরোধ ও সৎসম্প্রদায়-বিরোধী অসদাচার – এই তিন অভক্তি-মার্গের আরোপ মিথ্যা,
  - যাঁর উপদেশে কৃত্রিম 'তৃণাদপি' দৈন্য, কীর্তনব্যতীত অসিদ্ধাবস্থায় লীলাস্মরণ প্রভৃতি কৃত্রিম চেষ্টা ও চিৎ-জড়রসতত্ত্ব জ্ঞান মিথ্যা,
  - যাঁর আশ্রয়ে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক – এই ত্রিতাপক্লেশানু-ভূতি মিথ্যা,
  - যাঁতে কর্মী, জ্ঞানী ও মিছাভক্ত – এই অভক্তত্রয়ের অনুশীলন মিথ্যা,
  - যিনি গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল, ও মাথুরমণ্ডল – এই অপ্রাকৃত তদ্রূপবৈভব ধামে লীলা করেন,
- **ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং -**
  - যাঁতে অজ্ঞানতমঃ অর্থাৎ কৃষ্ণেতর ইন্দ্রিয়প্রীতি কামনারূপ মায়িক অনাত্ম-চেষ্টা আদৌ নাই
- **সত্যং পরং ধীমহি** –
  - সেই গুরু, ঈশ, ঈশভক্ত, ঈশাবতার, ঈশপ্রকাশ, ঈশশক্তিসমন্বিত সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর শ্রীরাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা শ্রীগৌড়ীয়গণ ধ্যান করি।

***শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর 'সারার্থ দর্শিনী' টীকায় এই ১ম শ্লোকের ৫ টি ব্যাখ্যা প্রদান করাছেন যা সংক্ষিপ্তাকারে পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হয়েছে। এছাড়াও তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে দ্বীপ, সূর্য্য, রসময় ফল এবং মোহিনী মূর্তির সাথে তুলনা করেছেন। শ্রীল চক্রবর্তীপাদ প্রদত্ত এই ৫টি ব্যাখ্যায়ও তা দেখা যায়।

- **দ্বীপ** – ১ম ব্যাখ্যা। (অধ্যাত্মদ্বীপম্ ... শ্রী.ভা. ১.২.৩)
- **সূর্য্য** – ২য় ব্যাখ্যা। (পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ... শ্রী.ভা. ১.৩.৪৩)
- **রসময়-ফল** – (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম ব্যাখ্যা)। নিগমকল্প তরোর্গলিতং ফলং ... শ্রী.ভা. ১.১.৩
- **মোহিনী মূর্তি** – মোহিনী অবতার যেমন দেবতাদেরকে অমৃত প্রদান করেছিলেন এবং অসুরদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করেছিলেন, একইভাবে শ্রীমদ্ভাগবতও ভক্তদের কাছে এই পাঁচ প্রকার ব্যাখ্যায় ভক্তিপ্রতিকূল অর্থ প্রকাশ করেন আনন্দ বর্ধন করেন এবং অসুরদেরকে প্রতিকূল অর্থ দ্বারা বিমোহিত করে রাখেন। (শ্রী.ভা. ১২.১৩.১১-১২)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরে টিকা 'সারার্থ দর্শিনী' হতে সংকলিত প্রথম শ্লোকের ৫ টি ব্যাখ্যা -

বাক্যাংশ	১. পরম সত্য	২. কৃষ্ণের রূপ বর্ণন	৩. শ্রীকৃষ্ণ	৪. রাধাকৃষ্ণ	৫. ভক্তিযোগ
জন্মাদ্যস্য যতোঃ	প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পরম কারণ	যিনি বসুদেব গৃহে আবির্ভূত হয়ে নিজেই নন্দ গৃহে গমন করেন...	যাঁর থেকে আদি শৃঙ্গার রসের জন্ম	যে রাধাকৃষ্ণ হতে শৃঙ্গার রসের প্রাদুর্ভাব হয়েছে, যাঁরা দুজনেই আদিরস বিদ্যার পরম নিদান	যে ভক্তিযোগ থেকে পরমেশ্বর ভগবৎস্বরূপে ভক্তদের নিকট প্রাদুর্ভূত হন
অন্বয়াৎ ইতরতঃ চ	নিমিত্ত ও উপাদান কারন		সংযোগ ও বিপ্রলম্ভ ভেদে পরিকরগণের সহিতে	যিনি অন্য গোপীদের পরিত্যাগ করে রাসস্থলী হতে যাঁর অনুগমন করেছিলেন	যে ভক্তিযোগের সাথে কর্ম ও জ্ঞান-যোগরূপ অন্যান্য পন্থায় পরমেশ্বরের পরমাত্মা ও ব্রহ্মরূপের সাক্ষৎকার হয়
অর্থেষু অভিজ্ঞঃ	সৃজ্য ও অসৃজ্য বস্তুসমূহের মধ্যে অভিজ্ঞ	কংস বঞ্চনাবিষয়ে কিংবা ব্রজ সম্বন্ধি বাৎসল্য প্রভৃতি প্রেমপ্রকাশ রূপে অভিজ্ঞ	চতুঃষষ্টী-কলাদি রসোপযোগী সমস্ত বস্তুতে যিনি অভিজ্ঞ	যিনি (শ্রীকৃষ্ণ) রসোপযোগী ধীরললিত ইত্যাদি মূখ্যরসসমূহে অভিজ্ঞ	যে ভক্তিযোগ হতে সর্বতোভাবে জ্ঞান হয় (গুণাতীত ভক্তিযোগ ব্যতীত পরমাত্মা ও ব্রহ্মের জ্ঞান হয় না)
স্বরাট্	নিজ স্বরূপেই বিরাজিত	নিজ স্বরূপে স্বেচ্ছায় বিরাজিত বা পিতা নন্দ প্রভৃতি নিজজর সাথে বিরাজমান হবার জন্য	স্বয়ং নিত্য বিরাজমান	যিনি (শ্রীরাধিকা) স্বীয় কান্তের সাথে স্বাধীনকান্তার ন্যায় বিরাজমানা	যে ভক্তিযোগ সম্রাটের ন্যায় স্বতন্ত্র অর্থাৎ পরাধীন নন
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে	যিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ বা নিজ স্বতত্ত্ব করেছিলেন	সংকল্পের দ্বারাই আদিকবি ব্রহ্মার নিকট বেদ ও ব্রহ্মাত্মক বৎস ও বালকাদি প্রকাশ করেছিলেন	যিনি আদিরসের কবি ভরত মুনিকে মনের দ্বারাই ব্রহ্ম অর্থাৎ আদিরসের তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন	যিনি জন্মাবধি তত্ত্বজ্ঞ শুকদেবকে পরমশ্রেষ্ঠ রাসপঞ্চাধ্যায়াত্মক শ্রীভাগবত তত্ত্ব হৃদয়ে বিস্তার করেন	নারদের হৃদয়ে সদা বর্তমান যে ভক্তিযোগ নারদের কৃপায় ব্যাসদেবের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল
মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ	এমনকি জ্ঞানীদের দ্বারাও দুর্বোধ্য	যার যোগমায়ার প্রভাবে ভব-নারদ প্রভৃতি দেবগণ বিমোহিত হন	যে তত্ত্ব প্রাকৃতভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে কবিগণও মুহ্যমান হন।	যে শ্রীভাগবত হতে ভক্তগণ রসাস্বাদন জনিত আনন্দমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন, অথবা যাঁদের ভক্তগণও মোহিত হন। উদাঃ তেজ, জল ও মৃত্তিকাদির স্বরূপধর্ম ব্যত্যয় **	যে ভক্তিযোগে স্বতঃপ্রবেশ লাভ করতে গিয়ে বশিষ্ঠ প্রভৃতি অজ্ঞানতা লাভ করেছেন
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো	মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় যেমন অগ্নি, জল ও মাটিতে একটিতে আরেকটি বলে ভ্রম হয় ঠিক তেমনি তাঁর চিদ্রূপকে জড় বলে ভ্রম হয়	প্রকটকালে তাঁর অপ্রাকৃত চিন্ময় বিগ্রহ মায়িক জনের নিকট মায়িক বলে বোধ হয়	যে ভগবদ রসে বাচ্য, ব্যঙ্গার্থ সমূহের অথবা ধ্বনি, গুণ ও অলঙ্কার সকলের সর্গ অর্থাৎ নির্মাণ প্রপঞ্চ সত্য হয়ে অলৌকিকত্ব হেতু চমৎকারী হয়		যে ভক্তির ব্যাপারে ত্রিগুণসৃষ্টত্ব মিথ্যা। উদাঃ ✸
যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা				যে রাধাকৃষ্ণের স্ব-স্ব প্রভাব হতে শক্তিত্রয়ের অবস্থান সত্য ✪	
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং	নিজ স্বরূপশক্তির দ্বারা বা স্বভক্ত নিষ্ঠ স্বানুভব-প্রভাবের দ্বারা বা মাধুর্য ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশক শ্রীবিগ্রহের দ্বারা সর্বদা কুতর্ক নিরস্ত করেন	মথুরা নামে আখ্যায়িত নিজ ধামের দ্বারা এবং সর্বত্র সেইসময়ে কৃপাপূর্বক দর্শিত শ্রীবিগ্রহের দ্বারা জীবসমূহের অবিদ্যা (কুহক) নিরস্ত হয়	যিনি স্বীয় অসাধারণের মাধুর্য্যাস্বাদ সাক্ষৎকাররূপ চমৎকার প্রভাবের দ্বারা জড় মীমাংসকদের কপটপতা নিরস্ত করেন	তাঁদের নিত্য সম্বন্ধহেতু যে রাধাকৃষ্ণ সকল কপটতা নিরস্ত করে নিত্য বিরাজমান,	কিন্তু স্বীয় স্বরূপপ্রভাবে অলৌকিক মাধুর্য্যময়ভাবে ভক্তগণের অনুভবনীয় হয়ে কুতার্কিকগণের কুতর্ক নিরাস করেন
সত্যং পরং ধীমহি	সেই পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানকে ধ্যান করি।	'সত্য' নামক সেই শ্রীকৃষ্ণের আমরা ধ্যান করি।	সেই সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ধ্যান করি।	আমরা তাঁদের ধ্যান করি।	আমরা সেই ভক্তি যোগের ধ্যান (অর্থাৎ অনুশীলন করি)।

** তেজো-রূপ চন্দ্র প্রভৃতির রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা দর্শনে স্তম্ভিত হয়ে নিজের চলনধর্মে ব্যতিক্রম প্রাপ্ত হয়, মুরলী ধ্বনি প্রভৃতি শ্রবণে জল স্তম্ভিত হয়ে মৃত্তিকার আকার লাভ করে এবং মৃত্তিকার মধ্যে পাষাণ প্রভৃতিও দ্রবতাবশত তারল্য ধর্ম লাভ করে।

✪ শ্রী, ভূ ও লীলা শক্তিত্রয়ের উদ্ভব, অথবা গোপী, মহিষী ও লক্ষ্মীগণের বিস্তার, কিংবা, অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা।

✸ তেজোহীন, জলহীন, ধূলিহীন, দুগ্ধ যেরূপ তাদের মিলনে উষ্ণ, জলবৎ ও মলিন হয়, সেরূপ নির্গুণ ভক্তিযোগ সত্ত্ব, রজ, ও তম গুণের সাথে মিলিত হয়ে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস নামে উক্ত হয়।

১.১.২ শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য (ঐশ্বর্য্য), পরম সত্যের সংজ্ঞা, (অভিধেয়)

❊ *(সূত্র - প্রথমশ্লোকে মঙ্গলাচরণে শ্রীনারায়ণ প্রস্তাবিত হয়েছেন, তিনি গ্রন্থের সাক্ষাৎ বিষয় নাও হতে পারেন, এই আশঙ্কা নিরসনের জন্য এই শ্লোকে বিষয়, তার সাধন, তার অধিকারী ও প্রয়োজন নির্দেশ করছেন।)*

ধর্মঃ প্রোজঝিতকৈতব – ভুক্তিমুক্তি বাসনা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ)

- প্র শব্দের দ্বারা মোক্ষাকাঙ্খাও নিরস্ত হয়েছে।

পরমঃ - পরম সত্যকে প্রকাশ করেছে

- সর্বশ্রেষ্ঠ, সুসাধ্য এবং ফলপ্রাপ্তিতেও উপাদেয় বলে শুদ্ধভক্তি-যোগরূপ অভিধেয়ই বিশেষরূপে প্রদর্শিত হল।
- পর অর্থাৎ পরমাত্মা যাহা দ্বারা মাপা যায়, এমন ধর্ম; কিংবা
- পর অর্থাৎ শত্রু অর্থাৎ সংসার যার দ্বারা লয় করা যায়,

নির্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং - যা কেবল সর্বতোভাবে নির্মৎসর ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন

- অর্থাৎ **কর্মকাণ্ডবিষয়ক** শাস্ত্রসমূহ অপেক্ষাও এর শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত হয়েছে।

বাস্তব বস্তু - ভগবানের স্বরূপ, নাম-রূপ-গুণাদি, বৈকুণ্ঠধামসমূহ, ভক্তগণ ও ভক্তি, (এসব ছাড়া অন্যসব অবাস্তব)।

- অর্থাৎ **জ্ঞানকাণ্ডবিষয়ক** শাস্ত্রসমূহ অপেক্ষাও এর শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত হয়েছে।

শিবদং - পরমানন্দদায়ক

তাপত্রয়োন্মূলনম্ - ত্রিতাপ সমূলে উৎপাটিত করে

- আধ্যাত্মিক তাপ – ১. মায়াবাদ, ২. ফল-ভোগবাদ।
- আধিদৈবিক তাপ – ১. ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা প্রদত্ত, ২. প্রেত প্রভৃতি অপদেবতা প্রদত্ত।
- আধিভৌতিক তাপ – ১. জরায়ুজ ২. অণ্ডজ ৩. স্বেদজ ৪. উদ্ভিজ।

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে –

- মহামুনি বেদব্যাস (উপলব্ধির পরিপক্ক অবস্থায়) এই শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছেন।
- মহামুনি নারায়ণ প্রথমতঃ ও সংক্ষেপে চতুঃশ্লোকী ভাগবত প্রকাশ করেন।
- ভগবানের স্বরূপ-রূপ-গুণ-বিভুতি প্রতিপাদক বলে এই মহাপুরাণের 'ভাগবত' নাম সার্থক।

শ্রীমৎ - এই বিশেষণ দ্বারা বোঝান হয়েছে যে, এই গ্রন্থ শ্রূয়মান ও রমণীয় বলে এবং অর্থ পর্যালোচনা করলে অন্য গ্রন্থের চেয়ে এর মাহাত্ম্য অধিক

কিং বা পরৈঃ - অন্য কোনও শাস্ত্রগ্রন্থের আর কি প্রয়োজন?

ঈশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতে - পরমেশ্বর ভগবান অবিলম্বে হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন, (অর্থাৎ তিনি আর হৃদয় থেকে নির্গমন করতে পারেন না এবং এই ঈশ্বর অবরোধ শ্রদ্ধা ব্যাতীতই সাধিত হয়। অর্থাৎ এটি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী মহাবিদ্যা।)

- অর্থাৎ **বহু-ঈশ্বরপূজা প্রতিপাদক** শাস্ত্রসমূহ অপেক্ষাও এর শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত হয়েছে।

❊ *(সূত্রঃ তাহলে সকলেই কেন এর শ্রবণ করে না? এর উত্তর, ভাগবত শ্রবণের ইচ্ছা বহুপুণ্য অর্থাৎ সুকৃতি বিনা উৎপন্ন হয় না। এইজন্য 'কৃতি' শব্দের প্রয়োগ।)*

কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ - কেউ যখন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এবং একাগ্রতা সহকারে এই ভাগবতের বাণী শ্রবণ করেন (অর্থাৎ দুষ্কৃতিগণ বহু বিলম্বে ভগবানকে লাভ করেন।)

শ্রবণেচ্ছুক – অর্থাৎ শ্রবণ করার ইচ্ছা মাত্র করেছে, এখনও শ্রবণ করে নি। ভগবান তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে আবরুদ্ধ হন। অর্থাৎ শ্রীভাগবত অনুশীলনের দ্বারা সেইক্ষণ হতে আরম্ভ করে তাঁদের শ্রবণের ইচ্ছা উৎপন্ন হয় এবং শ্রদ্ধার পূর্ব হতেই শ্রবণ করতে থাকলে প্রেম উৎপন্ন হয়, আর কেউ যদি শ্রদ্ধার সাথে শ্রবণ করেন, তাঁদের তো কথাই নেই। (সা.দ)

অত্র – এই শ্লোকে 'অত্র' তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে

- ১ম **'অত্র'** – এই শ্রীভাগবতের অনুশীলনেই ঈশ্বর অবরুদ্ধ হন, অন্য শাস্ত্র অনুশীলনে হন না।
- ২য় **'অত্র'** – এই শ্রীভাগবতের অনুশীলনেই বাস্তব বস্তুকে জানা যায়, অন্য শাস্ত্র দ্বারা জানা যায় না।
- ৩য় **'অত্র'** - এই শ্রীভাগবতের অনুশীলনেই অকৈতব ধর্ম নিরূপিত হয়েছে, অন্য শাস্ত্রে হয় নি। (এর দ্বারা অন্যান্য যোগের নিষেধ করা হয়েছে)

🕮 চৈতন্য চরিতামৃত -

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে 'কৈতব'।
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব ॥
তারমধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞানতমো-ধর্ম ॥
(চৈ.চ. আদি ১ম পরিচ্ছেদ, ৯০,৯২,৯৪)

'দুঃসঙ্গ' কহিয়ে- 'কৈতব' 'আত্মবঞ্চনা'।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনু অন্য কামনা ॥
'প্র'-শব্দে—মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব-প্রধান
এই শ্লোকে শ্রীধর-স্বামী করিয়াছেন ব্যাখ্যান ॥
(চৈ.চ. মধ্য ২৪.৯৯, ১০১)

কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ' শ্রী-ভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ॥
(চৈ.চ. মধ্য ২৫.১৫০)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরঃ জগতে ঔপাধিক বাক্যসমূহ শ্রবণ করবার বিশেষ সুযোগ আছে, কিন্তু হরিকথার বিষম দুর্ভিক্ষ।

✍ ১.১.৩ শ্রীমদ্ভাগবতের মাধুর্য্য (প্রয়োজন)

❊ **(সূত্রঃ এইরূপ শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের ঈশ্বর-অবরোধক প্রভৃতি প্রভাবময় ঐশ্বর্য্য বলে এখন মাধুর্য্যের কথা বলছেন)**

নিগম – সকল সাশ্বত সত্যের এবং চরম তত্ত্বের নিগমন বা প্রকটন হয়েছে যাহা হতে, তাই হল নিগম বা বেদ।

গলিত – বৃক্ষেই পক্ক হয়ে স্বয়ংই পতিত হয়েছে, কিন্তু কেউ বলপূর্বক পাতিত করে নি।

পিবত – ফলকে ভক্ষণ করতে না বলে পান করতে বলা হল কেন? উত্তরে বলছেন, আম প্রভৃতি ফলের ন্যায় খোসা, আঁটি প্রভৃতি হেয় অংশ না থাকায় সমস্ত ফলটিই পান করুন।

লয় – রস আস্বাদন জনিত অষ্টম সাত্ত্বিক ভাব প্রলয়, সেই পর্য্যন্ত পান করুন। অর্থাৎ এই ফল পানের দ্বারা স্তম্ভ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। সেই প্রলয় দশাতে পানের অস্পষ্টতা হেতু যদিও বিরাম হয়, তাহলেও পুনরায় প্রবুদ্ধ হলে আবার প্রলয় পর্য্যন্ত পান করুন, কিন্তু পরিত্যাগ করবেন না। (এজন্য 'মুহুঃ' পদটি ব্যবহার হয়েছে)।

শুকমুখাৎ - পরম উর্দ্ধচূড়া শ্রীনারায়ণ → ব্রহ্ম-শাখা → নারদ-শাখা → ব্যাস-শাখা → শুক-মুখ → সূত প্রভৃতি শাখা (ধীরে ধীরে পতনের ফলে অখণ্ডিত আছে)।

শুকই নিজের চঞ্চুর দ্বারা অমৃত নিষ্ক্রামণের জন্য দ্বার করে দিয়েছেন, সে জন্য তা আরও রসাল হয়েছে।

****(সেজন্য গুরুপরম্পরা ব্যতীত নিজ বুদ্ধিবলে শ্রীভাগবতের আস্বাদনে প্রবৃত্ত হলে আংশিক পানাসক্তি সূচিত করে।)**

৪-৮: ঋষিদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পটভূমি

✍ **১.১.৪ নৈমিষারণ্যে ঋষিদের যজ্ঞ।**

নৈমিষ – যেখানে কামাদি শত্রুগণকে শীঘ্রই বিনাশ করা যায়।

শ্রীল প্রভুপাদ - মহান ঋষিরা সমস্ত জীবের যথার্থ সুহৃদ, এবং তাঁরা ব্যক্তিগত অনেক অসুবিধা হলেও তাঁরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় এবং জনসাধারণের মঙ্গল সাধনে যুক্ত থাকেন।

✍ **১.১.৫ সূত গোস্বামীকে ঋষিদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।**

✍ **১.১.৬-১.১.৮ ঋষিরা সূত গোস্বামীর গুন বর্ণনা করেন।**

৬	অনঘ	নিষ্পাপ
	অধীতানি	মহাভারত আদি ইতিহাস সহ অষ্টাদশ পুরাণ এবং সমস্ত ধর্মশাস্ত্র সদ্গুরুর কাছে অধ্যয়ন করেছেন
	আখ্যাতানি	ব্যাখ্যাও করেছেন
৭	বেদ-বিদাম্ শ্রেষ্ঠ	সর্বোত্তম বেদবিদ্ (ব্যাসদেবের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন)
	পরাবর-বিদঃ	ভৌতিক এবং আধিভৌতিক জ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।
৮	সৌম্য	সরল, নির্মল
	স্নিগ্ধ	বিনীত এবং শ্রদ্ধাশীল

৯-২৩ ঋষিদের ৬টি প্রশ্ন

✍ **প্র ১: ১.১.৯ পুরুষের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ কি?**

✍ **প্র ২: ১.১.১০-১১ আত্মা হরি যাতে প্রসন্ন হন সেই শ্রোতব্যসার কি?**

কলিযুগের মনুষের বৈশিষ্ট্যাবলী

সংস্কৃত	শ্রীল প্রভুপাদ	গৌড়ীয়-ভাষ্য
অল্প আয়ুষঃ	অল্প আয়ু	অল্প আয়ু
মন্দাঃ	অলস	পরমার্থ চেষ্টা বিহীন অলস
সুমন্দ-মতয়ঃ	অত্যন্ত মন্দ গতি	স্বল্পবুদ্ধি
মন্দ-ভাগ্যাঃ	দুর্ভাগ্য	বিঘ্নব্যাকুল (সুতরাং সাধুসঙ্গহীন)
উপদ্রুতাঃ	রোগাদির দ্বারা উপদ্রুত	রোগাদি ত্রিতাপ-প্রপীড়িত

✍ **প্র ৩: (১.১.১২) বাসুদেবের চরিত (কৃষ্ণাবতারের উদ্দেশ্য কি?)**

✍ **প্র ৪: (১.১.১৩,১৮) তদবতার চরিত (পুরুষাবতার)।**

- ১.১.১৩ তাৎপর্য – বক্তা ও শ্রোতার যোগ্যতা
- ১.১.১৪ তাৎপর্য – নাম মাহাত্ম্য
- ১.১.১৫ তাৎপর্য – গঙ্গা অপেক্ষা সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য

✍ **প্র ৫: (১.১.১৬) ভগবানের যশ উদার লীলা (লীলাবতারগণ)।**

- ১.১.১৬ তাৎপর্য – কলিকলুষ-নাশক কৃষ্ণকথা
- ১.১.১৯ তাৎপর্য – অপ্রাকৃত শাস্ত্রগ্রন্থ বনাম গল্প-উপন্যাস
- ১.১.২০ তাৎপর্য – ভগবানের অলৌকিক নরলীলা
- ১.১.২২ তাৎপর্য – সদ্গুরু – কর্ণাধার

✍ **প্র ৬: (১.১.২৩) শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধানের পর ধর্ম কার শরণ গ্রহণ করেছে?**